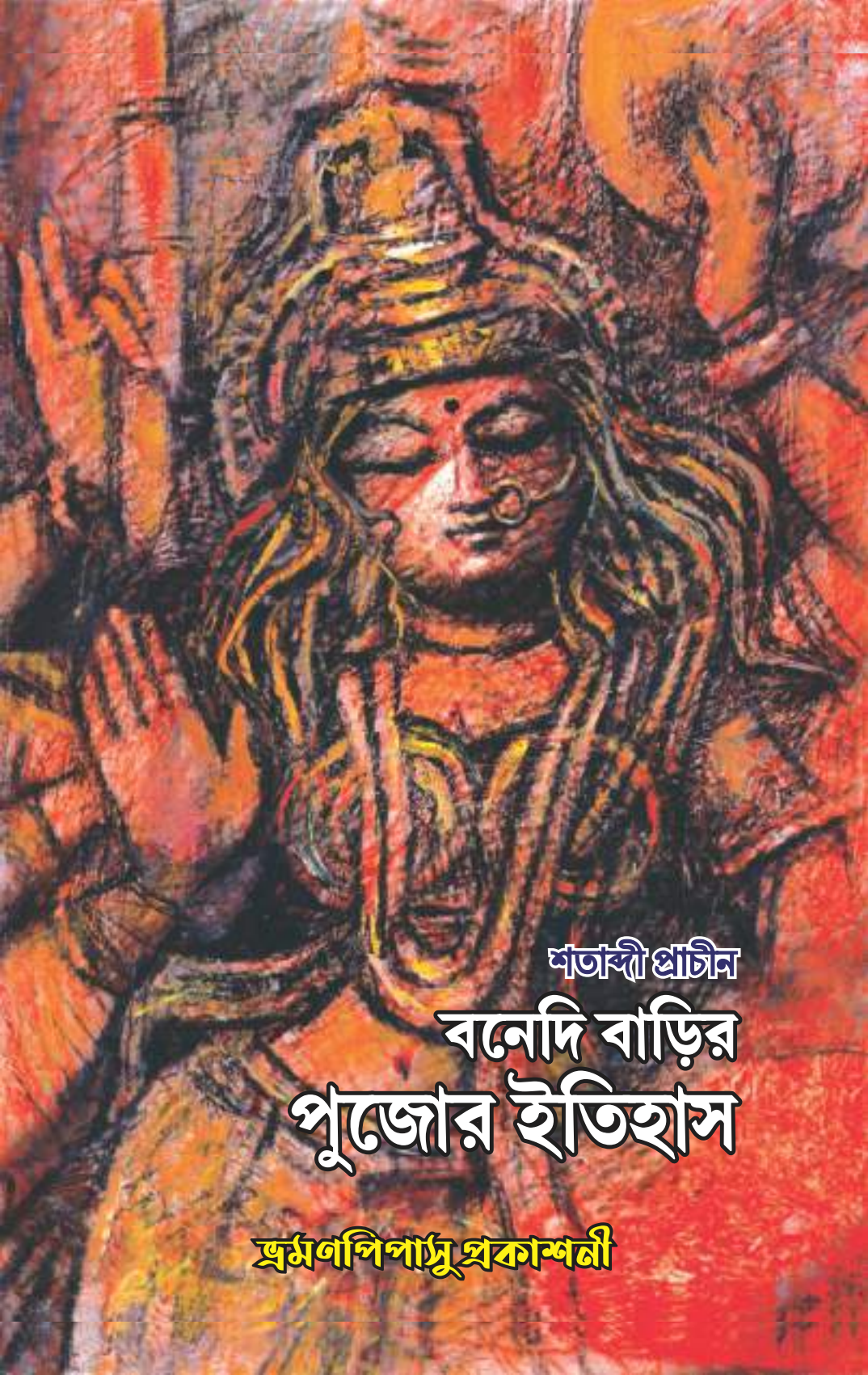

শতাব্দী প্রাচীন

বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

শতাব্দী প্রাচীন
বনেদিবাড়ির পুজোর ইতিহাস

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ৭০ টি প্রাচীন পুজোর সংকলন

সম্পাদক

সৌমেন চক্রবর্তী

গ্রন্থ সম্পাদনা, সংকলন ও বিন্যাস

গোপাল দাস

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক

কলকাতা-৭০০ ০৯১

শতাব্দী প্রাচীন বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস
Sotabdi Prachin Bonedi Barir Pujor Itihas

ISBN - 978-81-954735-8-8

প্রথম প্রকাশ - ২৪ শে ভাদ্র, ১৪২৯ । ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২২
দ্বিতীয় সংস্করণ - ২ রা আশ্বিন, ১৪২৯ । ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব - প্রকাশক
(প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোন অংশ মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না)

প্রচ্ছদ - সুব্রত ঘোষ

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষ থেকে
মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ও রুমা চক্রবর্তী কতৃক প্রকাশিত
কর্ম সচিব : সমীর দাস

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড
৬৩/২বি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন - ৯৯০৩২ ০৩২৬২

প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক
ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
মোবাইল ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫, ৯৮৭৫৩৬৪৫৩১

বিনিময় ঃ ৩৫০ টাকা

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

সলিল চৌধুরির গানের কথা 'পুজোর গন্ধ এসেছে...'। বলে দিতে হয়না কী পুজো। প্রকৃতি জানান দেয়। শরতের মেঘ, কাশফুল, শিউলিঝরা সকাল। শারদোৎসব। 'ভ্রমণপিপাসু' ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতন, প্রাচীন মেলা - উৎসব, রাজা-জমিদারদের প্রাচীন বাড়ি ইত্যাদির বিবরণ ও ঐতিহ্য নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করে পাঠকদের প্রশংসা লাভ করেছে। এবারে আমাদের প্রয়াস : 'শতাব্দি প্রাচীন বনেদিবাড়ির পুজোর ইতিহাস'।

কলকাতার আদি পুজো বলতে ১৬১০ সাল থেকে বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের আদি বাড়ি বড়িশায় দুর্গাপুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রমে পারিবারিক এই পুজো সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পরিবারের অন্য সদস্যগণও শুরু করেন। কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন। ঘাঁটি গেড়ে বসা। পলাশীর যুদ্ধে চক্রান্ত করে সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত ও হত্যা করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষ শাসন করার বা বনিকের মানদন্ড শাসকের রাজদন্ডে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনে তখন ভারতের রাজধানী কলকাতা। নব্য-ধনী-রাজা রায়বাহাদুর। হঠাৎ-নবাবের দল কলকাতায় কলকাতার প্রাণ-ভোমরা। সেই আবহে শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির দুর্গাপুজো ১৭৫৭ সালে সকলকে আকৃষ্ট করে। বিশাল আয়োজন, খানা-পিনা, নাচগান, আলোর রেশনাই, বাইজি নাচ, সর্বোপরি ইংরেজদের উপস্থিতি।

সকল যুগেই উন্নত ও ভিন্নরুচির মানুষ ছিলেন। রানি রাসমণি এই প্রকার উৎসব না করে শুদ্ধাচর ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। মেলা, যাত্রাপালা, কবিগান, আগমনী গান ইত্যাদিতে পুজোর আনন্দ ভিন্ন মাত্রা পায়। ক্রমে কলকাতা থেকে পারিবারিক পুজো বা বনেদি বা ধনী অভিজাত বাড়ির পুজো অবিভক্ত বাংলার গ্রাম শহরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় ১৭৯০ সাল নাগাদ 'বারোয়ারী' পুজোর প্রচলন হয়- যা আজ সারা রাজ্য দেশ তথা বিশ্বের নানা প্রান্তে সংগঠিত হয়। এই প্রসঙ্গেও আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে পাঠকদের সমৃদ্ধ করতে চাই।

সাবেকি/বনেদি বাড়ির পুজোর কথা যত্ন করে লিখেছেন নানা প্রান্তের গুণী মানুষজন। বর্তমান বাংলাদেশের লেখকদের লেখাও পেয়েছি। আপনাদের কাছে শারদোৎসবের প্রাক্কালে এই গ্রন্থ তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য।

ধন্যবাদান্তে

সৌমেন চক্রবর্তী

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে

(চলভাষ : ৮৬৯৭১৬৬৭১৩)

২৪শে ভাদ্র, ১৪২৯

সংকলন প্রসঙ্গে

দুর্গাপুজোর সূচনা নিয়ে শ্রীশ্রী চন্ডীতে (মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায়) একটা সুন্দর গল্প আছে। সেই গল্প বিস্তারিত বলার জায়গা এটা নয়। তবে তার সারকথা হল, পুরাকালে ভাগ্য বিড়ম্বিত বিশ্বপতি রাজা সুরথ এবং সেকালের বণিকশ্রেষ্ঠ সমাধি বৈশ্য নানারকম মানসিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করে বনবাসী হন। সেই বনে তখন বাস করতেন মেধস মুনি। দুই হতভাগ্য বনবাসী নিজেদের দুর্গতি এবং পরিজনদের মোহ থেকে মুক্তিলাভের বাসনায় মেধস মুনির পরামর্শে বসন্ত ঋতুতে দেবী দুর্গার পুজো করেন। পুরাণ মতে সেটাই আদি দুর্গাপুজো।

আবার পৌরাণিক মহাকাব্য রামায়ণ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের প্রাক্কালে মা দুর্গার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে অকালেই (শরৎ কালে) বোধন করে দেবী দুর্গার পুজো করেন। তাই শ্রীরামচন্দ্রের প্রচলন করা দুর্গাপুজোকে 'অকাল বোধন' বা 'শারদীয়া' (শরৎ > শারদীয়া) দুর্গাপুজো বলা হয়। ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করা যাক। 'অকাল'-এর ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল বসন্তকালের বদলে শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাকে পুজো করেছিলেন। কারণ তখন তিনি লঙ্কা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু 'বোধন'-এর রহসাটা কী? বসন্তকালের দুর্গাপুজোয় তো বোধনের প্রয়োজন হয় না, তাহলে শরৎকালে কেন বোধনের প্রয়োজন হয়? এর ব্যাখ্যাটা এই রকম। পুরাণ মতে দেবতাদের ছয়মাসে হয় এক দিন এবং বাকি ছয়মাসে এক রাত। সেই একদিন হচ্ছে উত্তরায়ণ, যখন দেবতারা জাগ্রত থাকেন। অপরদিকে রাতে অর্থাৎ দক্ষিণায়ণের সময় তাঁরা নিদ্রিত থাকেন। কাজেই দক্ষিণায়ণের সময় অর্থাৎ দেবতাদের নিদ্রাকালীন সময়ে পুজো করতে গেলে তাঁদের জাগ্রত করে তবে পুজো করতে হয়। আর এই জাগ্রত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে 'বোধন'। বোধন মন্ত্রের ভাবার্থ এই -- "হে দেবী, পুরাণকালে ব্রহ্ম কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করবার জন্য এবং রাবণকে বধ করবার জন্য অকালে তোমার বোধন করা হয়েছিল। আমিও ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সর্বোপরি মোক্ষলাভের জন্য ষষ্ঠীতিথির সন্ধ্যাকালে তোমার এই বোধনরূপ পুজো করছি। হে দেবী তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে বর প্রদান করো"।

অন্যদিকে ঐতিহাসিকরা পুঁথিপত্র ঘেঁটে জানাচ্ছেন যে প্রখ্যাত বিদেশি পণ্ডিত আল-বেরুনী (৯৭৩ - ১০৪৮ খ্রি.) ভারত সফরকালে রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাব-উল-হিন্দ" বা "তাহকক-ই-হিন্দ" এ "সংহিতা" নামে একটি প্রাচীন একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন যেখানে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণের পদ্ধতি বিষয়ে কিছু নির্দেশিকা

লিপিবদ্ধ আছে। দশভূজা দুর্গার মূর্তির নির্মাণরীতি তারই অনুসারী। এগুলো উল্লেখ করলাম দুর্গাপুজোর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটু ধারণা দিতে।

এবার আসি বঙ্গদেশে দুর্গাপুজোর সূচনা প্রসঙ্গে। অবিভক্ত বাংলায় দুর্গাপুজোর বর্তমান ধারাটি প্রবর্তন করেন রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। খরচ হয়েছিল নয় লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে নদিয়ার অধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বিশাল জাঁকজমক সহকারে এই পুজোর আয়োজন করেন এবং সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। দেখা যায় এই ধারা অনুসরণ করে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাংলার বিভিন্ন জমিদার এবং নবসৃষ্ট ধনিক সম্প্রদায় প্রচুর অর্থব্যয় করে নিজ নিজ বাড়িতে এই মহাপুজোর আয়োজনে মেতে ওঠেন।

সেইসব একশো, দুশো, তিনশো বছরের প্রাচীন পুজোর খণ্ডিত ইতিহাস পাঠকের সামনে হাজির করার প্রয়াস এই বই। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই সেইসব জমিদারবাড়ি বা বনেদিবাড়ির উত্তরসূরি। কোনো কোনো লেখক সংশ্লিষ্ট বাড়ির উত্তরসূরিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লিখেছেন। ফলে লেখাগুলিতে বর্ণিত ঘটনার প্রামাণিকতা (authenticity) বিষয়ে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া যায়। তবুও বলতে হয় এটি কোনো গবেষণা গ্রন্থ বা ইতিহাসের আকর গ্রন্থ নয়। তবে লেখাগুলো থেকে পাঠক আনন্দ পাবেন একথা জোর দিয়ে বলা যায়। কোনো আগ্রহী পাঠক/গবেষক পেয়ে যেতে পারেন গবেষণার বীজ। এটুকু হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

ওপার বাংলার পাঁচটি সহ মোট সত্তরটি লেখা। এর বাইরে আরো বহু পুজোবাড়ির কথা রয়ে গেল যেগুলো নিয়ে পরবর্তীতে চেষ্টা করা যেতে পারে। সংকলনটি যথাসাধ্য ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও তথ্যগত বা অন্য কোনো ভ্রান্তি নজরে এলে অনুগ্রহ করে জানাবেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া যায়।।

নমস্কারান্তে

গোপাল দাস

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষ থেকে

২৪শে ভাদ্র, ১৪২৯

সূ চি প ত্র

◆ এপার বাংলা ◆

- কাটোয়ার দত্ত ও মল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজো ... ১
  শুভজিৎ তোকদার
- সুরুলের সরকার জমিদারবাড়ির দুর্গাপুজো ... ৪
  ড. নবনীতা সরকার
- বজবজের নগেন ঘোষ বাড়ির দুর্গাপুজো ... ৭
  রঞ্জন পরামাণিক
- ত্রিপুরার কমলপুরের ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো ... ১০
  ড. সেবিকা ধর
- বেলেঘাটা সরকার বাড়ির পুজো ... ১৩
  বাসন্তী দাস
- ঝিখিরা ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো ... ১৬
  সুকান্ত ভট্টাচার্য
- মাকড়দহ ব্যানার্জী বাড়ির দুর্গাপুজো ... ১৮
  পায়েল চট্টোপাধ্যায়
- সাউথ গরিয়ার মাতৃ আরাধনা ... ২১
  ইন্দ্রাণী দত্ত পান্না
- সিউড়ির বসাক বাড়ির দুর্গাপুজো ... ২৩
  রীতা চট্টোপাধ্যায়
- বারুইপুর জমিদার বাড়ির পুজো ... ২৫
  মঞ্জিলা চক্রবর্তী
- বর্ধমান রাজের পটেশ্বরী দুর্গা ... ২৮
  ড. সর্বজিৎ যশ
- হাওড়ার রসপুর গ্রামে রায়বাড়ির দুর্গাপূজা ... ৩০
  সুখেন্দু হীরা
- চোর বাগানের চ্যাটার্জী বাড়ির পুজো ... ৩৩
  সুস্মিতা মুখার্জী চট্টোপাধ্যায়
- জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ-বাড়ির দুর্গাপুজো ... ৩৬
  সুব্রত কুমার দাঁ
- হুগলীর গরলগাছা জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো ... ৩৯
  ড. সমরেন্দ্র নাথ খাঁড়া

- দেব সরকার বাড়ির দুর্গাপূজা ... ৪২
  অবশেষ দাস
- বেহালার মুখোপাধ্যায়দের সোনার দুর্গা ... ৪৫
  সুমন মুখোপাধ্যায়
- ধান্যকুড়িয়ার গাইনবাড়ির দুর্গাপুজো ... ৪৮
  মনজিৎ গাইন
- বিপ্লবী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির দুর্গাপূজা ... ৫০
  মানসী গাঙ্গুলী
- উত্তর কলকাতার লাহা বাড়ির পুজো ... ৫২
  সুপ্রিয়া লাহা
- শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজোর ইতিকথা ... ৫৪
  সন্দীপ কুমার পণ্ডা
- বাকুলিয়া হাউসের সাবেক দুর্গাপুজো ... ৫৭
  সুজাতা পান্থী সরকার
- আমাদপুরের চৌধুরীবাড়ির দুর্গাপুজো ... ৬১
  রঞ্জন মল্লিক
- কৃষ্ণনগর বড়ো দেওয়ান বাড়ির দুর্গাপূজা ... ৬৩
  প্রতিমা ভট্টাচার্য্য মন্ডল
- আন্দুল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ... ৬৫
  সৌমেন ঘোষ
- খড়দহে শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর দুর্গাপুজো ... ৬৭
  সাবিনা ইয়াসমিন
- চুঁচুড়ার ডাচভিলা মণ্ডলবাড়ির পুজো ... ৭০
  রাজর্ষি পাঠক
- জোড়াসাঁকো কুম্ভুবাড়ির দুর্গোৎসব ... ৭৩
  তরুণ রানা
- বিডন স্ট্রিটে রামদুলাল দে'র পুজো ... ৭৫
  বৈদূর্য্য সরকার
- গুপ্তিপাড়ার সেনবাড়ির দুর্গাপূজা ... ৭৮
  উত্তম বনিক
- মেদিনীপুরের মল্লিক রাজবাড়ির দুর্গাপূজা ... ৮০
  রুমা মুখার্জি
- কৈলাস বোস স্ট্রিটের চ্যাটার্জী বাড়ির দুর্গাপুজো ... ৮৩
  নিবেদিতা গুহ নিয়োগী
- চুঁচুড়া আঢ্যবাড়ির দুর্গাপূজা ... ৮৫
  ড. সুমিত আঢ্য
- ভবানীপুরে গিরিশ ভবনের পুজো ... ৮৭
  অজন্তা প্রবাহিতা

- জানবাজারের রানি রাসমণি বাড়ির পূজা ... ৯১
  ঝুম্পা চ্যাটার্জী
- কোচবিহার তুফানগঞ্জে সাহেববাড়ির দুর্গাপুজো ... ৯৪
  অভিজিৎ দাশ
- ছাতনা রাজবাড়ির দুর্গাপূজা ... ৯৬
  সৌমেন রক্ষিত
- শিবপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো ... ৯৯
  নীলাঞ্জন ভৌমিক
- বরশুলর দে বাড়ির দুর্গাপূজা ... ১০২
  হিমাদ্রিশঙ্কর দে
- নদিয়ার জমশেরপুর বাগচীবাড়িতে কবির পুজো ... ১০৫
  সুমেধা চট্টোপাধ্যায়
- শেওড়াফুলি রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ... ১০৮
  সুমিত বসু
- মালদার আদি কংস বণিক দূর্গাবাড়ির পুজো ... ১১১
  মেরী খাতুন
- জাড়ার জমিদারবাড়ির পুজো ... ১১৩
  পায়েল সামন্ত
- নৈহাটির সরকার বাড়ির দুর্গাপূজা ... ১১৬
  মৃণাল মজুমদার
- ইছাপুরের মণ্ডলবাড়ির সাবেকি পুজো ... ১১৮
  মন্দিরা গাঙ্গুলী
- বেহালা নস্করপুর ব্যানার্জ্জি বাড়ির দূর্গাপূজা ... ১২০
  ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
- হুগলি জেলায় কোন্নগরে ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপূজো ... ১২৩
  সোমা সমাদ্দার
- ঘাটালের নাড়াজোল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ... ১২৫
  মৌসুমী মন্ডল
- চুঁচুড়া কামারপাড়ার পাঠকবাড়ির দুর্গাপুজা ... ১২৭
  সৌমিত্র হালদার
- আমতা নারিটের ভট্টাচার্য্য বাড়ির পুজো ... ১২৯
  মিতালী কর
- বঙ্গনগর সরকার বাড়ির পুজো ... ১৩২
  স্নেহা সরকার
- শান্তিপুরে চাঁদুনি বাড়ির পুজো ... ১৩৫
  শিবশংকর দাস
- বরানগরের বংশীধর দত্তর বাড়ির পুজো ... ১৩৭
  অসিত বরণ দত্ত

- বজবজের তেলাড়ী গ্রামে সেনবাড়ির দুর্গাপূজা ... ১৩৯
  অভিজিৎ বেরা
- সোনামুখীর বিট পরিবারের দুর্গাপূজা ... ১৪২
  সুদীপ্ত মুখার্জী
- হুগলি জেলার নালিকুলের সিংহ বাড়ির দুর্গাপূজা ... ১৪৪
  মনোজ কুমার সরকার
- মুর্শিদাবাদের মজুমদার বাড়ির সাবেকি দুর্গাপূজা ... ১৪৬
  মিনাক্ষী মন্ডল
- রাজগ্রাম জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজা ... ১৪৯
  দেবাশিস বসু
- গোস্বামী বাড়ির দেবী কাত্যায়নী ... ১৫২
  অভিষেক ঘোষ
- বাগবাজারের হালদার বাড়ির দুর্গাপূজা ... ১৫৬
  সৌতন চক্রবর্তী
- বনগাঁর সিংহবাড়ির পুজো ... ১৫৯
  অনিরুদ্ধ সুব্রত
- শ্রীরামপুরের দাসবাড়ির দুর্গাপুজো ... ১৬১
  ডা. প্রদীপ কুমার দাস
- নরসিংহ চন্দ্র দাঁ বাড়ির দুর্গাপুজো ... ১৬৩
  ড. সন্দীপ কুমার দাঁ
- নঙ্গী পালবাড়ির পূজা ... ১৬৭
  তপন পাল
- সুপুরের জমিদার বাড়ির পুজো ... ১৭০
  দীপ দত্ত

◆ ওপার বাংলা ◆

- গোপালগঞ্জ উলপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির পূজা ... ১৭৪
  রুখসানা কাজল
- লাল ব্রাদার্স হাউসের পারিবারিক পূজা ... ১৭৮
  হোমশিখা দত্ত
- ঐতিহ্যবাহী পাঁচগাঁওয়ের লালদুর্গা ... ১৮১
  সাখাওয়াৎ লিটন
- যশোরের চাঁচড়া রাজবাড়ির পূজা ... ১৮৩
  সাজেদ রহমান
- যশোরের ছোট কালিয়ার সেনবাড়ির দুর্গাপুজো ... ১৮৬
  প্রবাল সেন